পদের ব্যঞ্জনার্থ :-

আলঙ্কারিকগণ শক্তি ও লক্ষণা থেকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নামক পদের একটি অতিরিক্ত বৃত্তি স্বীকার করেন। তাঁদের মতে তাৎপর্য বৃত্তির অনুরোধে উপেক্ষা না করলে পদের ব্যঞ্জনারূপ বৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য, 'গঙ্গায়াং ঘোষ:' বাক্যটির কথা ধরা যাক। এই বাক্যের অর্থাৎ তাৎপর্য হল – 'গঙ্গার তীরে গোপপল্লী আছে', এই বাক্যার্থের উপপত্তির জন্য গঙ্গা পদে লক্ষণা করে তীরকে বুঝতে হবে, আলঙ্কারিকগণ বলেন: বক্তা 'গঙ্গার তীরে গোপপল্লী আছে' না বলে 'গঙ্গায় গোপপল্লী আছে' বলায় বোঝা যায়, বক্তা গঙ্গা পদের দ্বারা তীর ছাড়াও আরও কিছু বোঝাতে চান, তিনি বলতে চান – গঙ্গা পদ বাক্যের অর্থে নৈকট্য সম্বন্ধের দ্বারা শীতলতা, পবিত্রতাকেও বোঝায়। শীতলতা, পবিত্রতা গুণগুলি গঙ্গা পদের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ নয়। গঙ্গা পদের বাচ্যার্থ জলপ্রবাহ বিশেষ এবং লক্ষ্যার্থ হল তীর। এই গুণগুলি শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা চিত্তে উপস্থিত হয় না, কিন্তু যেহেতু গুণগুলি চিত্তে উপস্থিত হয়, সেহেতু তারা গঙ্গা পদের শক্তি বা লক্ষণার থেকে ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি দ্বারা চিত্তে উপস্থিত, একথা স্বীকার্য। পদের এই বৃত্তিই ব্যঞ্জনাবৃত্তি। ব্যঞ্জনা দু'প্রকার। শব্দশক্তিমূলা ও অর্থশক্তিমূলা। যে ব্যঞ্জনার মূলে আছে একটি পদের শক্তি তা শব্দশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা, যে ব্যঞ্জনার মূলে আছে; পদের দ্বারা যা বোধিত হয় তার শক্তি, তা অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা।

নৈয়ায়িকেরা পদের ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পদের বৃত্তি দু'প্রকার: শক্তি ও লক্ষণা। অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় আলঙ্কারিকদের মতের বিরোধিতা করে বলেন – ব্যঞ্জনাবৃত্তি বলে পদের কোন বৃত্তি স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, শব্দশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা শক্তি বা লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত; অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা অনুমানাদির দ্বারা অন্যথাসিদ্ধ। এভাবে শক্তি বা লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পদের ব্যঞ্জনারূপ অতিরিক্ত বৃত্তি স্বীকার করা অযৌক্তিক

'দূর থেকে দুর্গম রমণীয়, নিতম্বিনী! বর্বর বা মূর্খ বর্জনীয়' এ বাক্যে বলা হয়েছে দুর্গম অর্থাৎ পর্বত দূর থেকে সুন্দর এবং মূর্খ ব্যক্তি নিকটেই আসলে তাকে বর্জ্য হবে, তাই নিতম্বিনী! দূর সুন্দর। আলঙ্কারিকগণ উক্ত বাক্যটিতে দুর্গম পদের অন্য নৃপতি অর্থ করে বলেন- নৃপতিরাও দূরে থাকলে রমণীয়, কেননা নিকটবর্তী নৃপতি থেকে নানা বিপদের সম্ভাবনা। এস্থলে দুর্গম পদের নৃপতিরূপ অর্থ ব্যঞ্জনায় দ্বারা পাওয়া যায়।

নৈয়ায়িকরা এ মতের খণ্ডন করে বলেন - দুর্গম পদ নানার্থক, তাই পর্বত ও নৃপতি - উভয় অর্থই দুর্গম পদের শক্তি দ্বারা পাওয়া যায়, এভাবে শব্দশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা পদের শক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পদের ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।

আবার 'গঙ্গার তীরে ঘোষপল্লী আছে' এরূপ বোঝাতে কেউ বললেন - 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', এক্ষেত্রে উক্ত বাক্যার্থের উপপত্তির জন্য ~~গঙ্গা পদের তীররূপ অর্থ স্বীকার করা প্রয়োজন, তীর গঙ্গা~~ ~~অন্বয়ে~~ গঙ্গা পদের শক্যার্থ জলপ্রবাহ বিশেষ পরিত্যাগ করে গঙ্গা পদের তীররূপ অর্থ স্বীকার করা প্রয়োজন। তীর গঙ্গা পদের লক্ষ্যার্থ, এখন গঙ্গা পদ অসাক্ষাৎ অর্থে যেমন তীরের বোধক হয়, তেমনি শীতলতা পবিত্রতারও বোধক হয়, অবশ্য বলা যায়, এক্ষেত্রে গঙ্গা পদের লক্ষ্যার্থ হবে - শীতলতা পবিত্রতা বিশিষ্ট তীর, এক্ষেত্রে গঙ্গা পদের লক্ষণার দ্বারাই শীতলতা পবিত্রতা বিশিষ্ট তীর বোধিত হওয়ায় শব্দশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পদের ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।

আলঙ্কারিকগণ অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনাও স্বীকার করেছেন। এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা বলেন:

"গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ
মমাপি জন্ম তত্রৈব ভূয়াৎ যত্র গতো ভবান।"

চিরপ্রবাসে যেতে উদ্যত স্বামীকে স্ত্রী বলছে - 'প্রিয় তুমি দেশান্তরে যাচ্ছ, যাও। তোমার পথ মঙ্গলময় হোক। তুমি যেখানে

যাচ্ছ, যাও, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সে স্থানেই আমার জন্ম হোক', স্বামী এর অর্থ করেন – 'প্রিয়, তুমি চলে গেলে আমার মৃত্যু হবে, অতএব তুমি যেও না,'

আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই বাক্যে গমনের নিষেধবোধক কোন শব্দ নাই, অথচ স্বামীর জ্ঞান হচ্ছে যে, স্ত্রী তাকে যেতে নিষেধ করছে, সুতরাং গমনাভাব রূপ অর্থ উক্ত বাক্যস্থিত পদের শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা পাওয়া যায় না, আলঙ্কারিকদের মতে, গমনাভাব রূপ অর্থ বাক্যস্থিত পদের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা পাওয়া যায়, এই ব্যঞ্জনা অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা,

অন্নংভট্ট দীপিকাতে অর্থশক্তিমূলা ব্যঞ্জনা খণ্ডনের জন্য বলেন – 'গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত ......' এই বাক্যের গমনাভাব রূপ অর্থ অনুমানের দ্বারা বোধিত হয় বলে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয় (অর্থশক্তিমূলা চ অনুমানগম্যতা অন্যথাসিদ্ধা)। টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, অনুমানটি হল: 'আমার স্ত্রী আমাদের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারবে না, তার অস্বাভাবিক উক্তি যেহেতু তা স্পষ্ট, এবং সে বলতে চায়, আমি যেন না যাই',

যদিও নীলকণ্ঠ ব্যঞ্জনাবৃত্তি সম্পর্কে অন্নংভট্টের মতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তবু মনে হয় তিনি যেন অলক্ষ্যে ব্যঞ্জনাবাদীদেরই পক্ষে, তাই তিনি বলেন: "এটি লক্ষ্যণীয় যে, যদি উল্লিখিত দৃষ্টান্তের মত ক্ষেত্রবিশেষে কোন ব্যক্তি বস্তুত অনুভব করে যে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের জ্ঞান অনুমান ছাড়াই সাক্ষাৎভাবে লব্ধ জ্ঞান, তাহলে স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষেও ব্যঞ্জনাবৃত্তির খণ্ডন করা অসম্ভব" ("যদি পুন: আনুভবিক: লোকানাং স্বরসবাহী – 'শব্দাৎ অমুং অর্থং প্রত্যেমি' ইতি অনুভব:, তদা ব্যঞ্জনিকী প্রতীতি: গীর্বাণ – গুরুণাম্ অপি অশক্য বারণা ইতি ব্যঞ্জনা – সিদ্ধি: আপদ্যত হা 'ভব" – নীলকণ্ঠী)।